প্রযুক্তিজগতে গুগলের যত ডিজিটাল পরিষেবা

নাজমুল হাসান মজুমদার

গুগলকে বিশ্বের এক নম্বর সার্চ ইঞ্জিনের জন্য আমরা সবাই চিনি। কিন্তু ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিটির ইউটিউব, টাইটেন এরোস্পেস, কেগোল'র মতো সহযোগী প্রতিষ্ঠান কিংবা সার্ভিস ছাড়া প্রায় ৯৪টির বেশি জনপ্রিয় ডিজিটাল পরিষেবা আছে, যা অনলাইন জগতে মানুষ প্রতিদিন ব্যবহার করে; আবার কিছু সেবা আছে যার খবর এবং সেটি কী জন্য ব্যবহার করা উচিত, তা অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়, তা এ লেখায় তুলে ধরা হলো।

গুগল নিউজ

২০০২ সালে যাত্রা শুরু বাংলা ও ইংরেজিসহ ৩৬টি ভাষায় সাপোর্ট করা গুগলের নিউজ অ্যাপটি থেকে দেশ-বিদেশের তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যবসায়, স্বাস্থ্য, বিনোদনসহ বর্তমান সময়ের আলোচিত সব খবর জানতে পারবেন। বিভিন্ন নামকরা পত্রিকা এবং ওয়েবসাইটের অনলাইন নিউজ পোর্টালের খবর একীভূত অবস্থায় গুগলের এই সার্ভিস থেকে পাবেন। এছাড়া বাংলাদেশবিষয়ক জনপ্রিয় খবর পেতে ভিজিট করতে পারেন এখান থেকে https://news.google.com/topstories?hl=bn&gl=BD&ceid=BD:bn

গুগল অ্যাডসেন্স

গুগলের একটি বিজ্ঞাপন প্রোগ্রাম https://www.google.com/adsense/start/, এর অধীনে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্লগ, ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে গুগল তার তালিকাভুক্ত বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপন প্রচার করে। যে ওয়েবসাইট কিংবা ইউটিউব চ্যানেল গুগলের এই প্রোগ্রামের অধীন তাদের চ্যানেল বা ওয়েবসাইট মনিটাইজ করে, তাদের সাইটে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় এবং তার মালিক নির্দিষ্ট ভিজিটরদের ক্লিকের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গুগল থেকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

অ্যাডমব

অ্যাপ ডেভেলপারদের নিজেদের অ্যাপ থেকে অর্থ আয়ের একটি মাধ্যম গুগলে 'অ্যাডমব'। যেসব বিজ্ঞাপনদাতা তাদের প্রোডাক্ট প্রমোট করতে চায়। https://admob.google.com/home/ ঠিকানা থেকে অ্যাডমব অ্যাকাউন্ট খুলে একজন অ্যাপ ডেভেলপার আয় করতে পারেন। প্রথমে একটি নিশ বা বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। এরপর সেই বিষয়ের ওপর একটি অ্যাপ ডেভেলপ করে প্লে-স্টোরে পাবলিশ করতে হবে। ভালো ডাউনলোড, রেটিং পেলে এরপর মনিটাইজ করতে হবে।

গুগল অ্যাডস

নতুন কোনো ওয়েবসাইট কিংবা ইউটিউব চ্যানেলে ভিজিটর বাড়াতে হলে https://ads.google.com/ মাধ্যমে ওয়েবসাইট প্রমোট করতে পারেন। গুগল ২০০০ সালে বিজ্ঞাপন দেয়ার পরিষেবাটি চালু করে। পরিষেবাটি ব্যবহার করে প্রোডাক্ট বিক্রি ভালো করে ব্যবসায়ের উন্নতির সহায়ক হতে পারে।

গুগল ফ্লাইটস

প্লেনের কোন ফ্লাইটের টিকিট কত অল্প মূল্যে পাওয়া যাবে তার তুলনামূলক মূল্য দ্রুত সময়ে সার্চ করে তথ্য পাওয়া যাবে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার সময় এবং বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সি ও এয়ারলাইনস প্রতিষ্ঠানগুলো ডাটাবেজের সহায়তায় ITA MATRIX প্রোগ্রাম ব্যবহার করে টিকিট কেনার সেবা প্রদান করে। ২০১১ সালে গুগল এ পরিষেবাটি শুরু করে। https://www.google.com/flights?hl=en

গুগল ডোমেইনস

ইন্টারনেট ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন সার্ভিস, যা গুগল ২০১৪ সালে চালু করে। যদিও বাংলাদেশ থেকে ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব নয়, সার্ভিসটি শুধু ১৫টি দেশে এই মুহূর্তে নেয়া যায়। আপনার পছন্দের ডোমেইনটি যদি কেউ রেজিস্ট্রেশন করে না থাকে তাহলে https://domains.google/ওয়েব ঠিকানা থেকে কিনতে পারবেন।

গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানার

গুগল এডওয়ার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে কিওয়ার্ড প্ল্যানার ব্যবহার করে কিওয়ার্ডের সার্চ ভলিউম, দেশভিত্তিক একটি কিওয়ার্ড কেমন করছে, সিপিসি সম্পর্কে জানা যায়। এতে ওয়েবসাইটের এসইও করতে এবং আর্টিকেল কিওয়ার্ড সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হয়।

গুগল ক্রমো ওয়েব স্টোর

অ্যাপস কিংবা গেমস এই স্টোরে বিনামূল্যে বা পেইড প্রকাশ করা যায়। গুগল কিংবা আপনার নিজস্ব পেমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে চার্জ করতে পারবেন। কেনো পাবলিশ করবেন ক্রমো স্টোরে? খুব দ্রুত অনেক মানুষের কাছে আপনার কাজ পৌঁছে দেয়ার সবচেয়ে ভালো মাধ্যম ক্রমো স্টোর। https://chrome.google.com/webstore/category/apps

ডায়ালগফ্লো

ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ কনভার্সেশননির্ভর কমপিউটার মানুষের যোগাযোগ মাধ্যম প্রযুক্তি। গুগল ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এটি কথোপকথন অ্যাপ্লিকেশন সুবিধা দেয় বিভিন্ন ভাষায় কোম্পানিকে। মোবাইল ডিভাইস, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিতে এটি উপকার করে।

গুগল ট্রেন্ড

বিশ্বের কোথায় কোন বিষয় নিয়ে সবচেয়ে আলোচনা হচ্ছে সেই টপিক সম্পর্কে জানতে পারবেন। ফলে যারা বিজনেস প্ল্যান করছেন তাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে কোন দেশের জন্য কেমন ব্যবসায়িক আইডিয়া নিয়ে কাজ করা উচিত। https://trends.google.com/trends/?geo=US

গুগল পেজ স্পিড

যে ওয়েবসাইটের অনপেজ এসইওর তথ্য জানতে চান তার ইউআরএল কিংবা ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ঠিকানা দিলে মোবাইল এবং ডেস্কটপ থেকে ব্রাউজ করলে ওয়েবসাইটের পজিশন কেমন তা জানা যায়। এছাড়া https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/ থেকে কত সময়ে আসে তা তথ্য দেয়।

গুগল ওয়েব ডিজাইনার

সার্চ ইঞ্জিন গুগলের একটি রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন সার্ভিস, যা ব্যবহার করে এইচটিএমএল৫ ওয়েবসাইট ও এইচটিএমএল৫নির্ভর বিজ্ঞাপন কনটেন্ট তৈরি করা যায়। যাদের এইচটিএমএল এবং সিএসএস সম্পর্কে ধারণা বেশি নেই তাদের জন্য কার্যকরী টুল। এতে অ্যানিমেশন এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনও করা যায়। https://webdesigner.withgoogle.com/

গুগল সার্চ কন্সোল

ওয়েবসাইট ইনডেক্স এবং সার্চ ইঞ্জিনে অপটিমাইজ করে প্রদর্শিত করে ওয়েব সার্ভিসটি। পূর্বে ওয়েবমাস্টার টুল নামে পরিচিত ছিল। https://search.google.com/search-console/

গুগল ক্লাসরুম

২০১৪ সালে ওয়েবভিত্তিক ফ্রি গুগলের এই সার্ভিস চালু হয়। শিক্ষক এবং ছাত্রদের মাঝে অনলাইনে অ্যাসাইনমেন্ট আদান-প্রদানের একটি মাধ্যম https://classroom.google.com/। গুগল ড্রাইভের সহায়তায় অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি এবং শেয়ার হয়। ছাত্ররা একটি কোডের মাধ্যমে ক্লাসে অংশগ্রহণের অনুমতি পায়। শিক্ষকেরা ছাত্রদের কাজের একটি টেম্পলেট দেয় এবং ছাত্ররা নিজের মতো তা সম্পন্ন করে ফেরত দেয়, এরপরে শিক্ষকেরা মূল্যায়ন করতে তাদের কমেন্ট করে।

জিমেইল

২০০৪ সালে গুগল তার নিজস্ব ইলেকট্রনিক মেইল সার্ভিস চালু করে। বিনামূল্যে সবার জন্য ওয়েবভিত্তিক এ পরিষেবা গ্রহণ করে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে যেকেউ সর্বোচ্চ ২৫ এমবির মতো ফাইল মেইল করতে পারেন। টেক্সট, ইমেজ, ভিডিও ধরনের ফাইল তার নিজের জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলে তার কাঙ্ক্ষিত ইমেইলে প্রেরণ করতে পারেন। জাভা, জাভাস্ক্রিপ্ট ও অ্যাজাক্সনির্ভর ওয়েব মেইল সিস্টেম বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ইমেইল সার্ভিস।

গুগল সাইটকিট

২০১৯ সালে গুগল অফিশিয়ালি সার্চ কন্সোল, গুগল অ্যানালিটিক্সের কথা চিন্তা করে 'সাইট কিট' প্লাগইনটি রিলিজ দেয়। ১.১.৪ ভার্সন নিয়ে শুরু হওয়া প্লাগইনটি এখন পর্যন্ত তিন লাখের অধিক ওয়েবসাইটে ইনস্টল করা আছে। ১৩টি ভাষায় সাপোর্ট দেয় https://wordpress.org/plugins/google-site-kit/। ওয়েবসাইটে অ্যাডসেন্স থেকে কত আয় করছেন, পেজ স্পিড কেমন, ট্যাগ ম্যানেজার ব্যবহার করে এসইও ফ্রেন্ডলি সাইট করা, ওয়েবের ভিজিটর এবং কোন কিওয়ার্ডের জন্য কেমন র‍্যাঙ্ক করছে তার সবই জানতে পারবেন।

গুগল ম্যাপ

ভৌগোলিক অবস্থান জানার জন্য এটি গুগলের একটি বিনামূল্যের অনলাইন ওয়েবভিত্তিক সেবা। মোবাইল ডিভাইস থেকে স্যাটেলাইট ভিউয়ের মাধ্যমে শহরের রাস্তা এবং বিভিন্ন অফিস কিংবা জায়গার ঠিকানা ম্যাপের মাধ্যমে বের করতে পারবেন। এতে কীভাবে কোন রাস্তায় কত সময় সহজে যেতে পারবেন তাও জানা যায়। https://google.com/maps

গুগল প্লে

আন্ড্রয়েড অ্যাপ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য ডিজিটাল ডিস্ট্রিভিউশন সার্ভিস স্টোর। ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন ডেভেলপারের তৈরি অ্যাপ্লিকেশন এখান থেকে যেমন ডাউনলোড করতে পারবেন তেমনি এখানে ডেভেলপ করা অ্যাপ প্রদর্শন করা যাবে। মোবাইল থেকে পেইড কিংবা বিনামূল্যের অ্যাপটি সহজে ইনস্টল করে সেবা নেয়া যায়।

গুগল ড্রাইভ

গুগলের বিনামূল্যের একটি ফাইল স্টোরেজ সার্ভিস। জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলে যেকেউ ১৫ জিবি পর্যন্ত ভিডিও, টেক্সট কিংবা ফটো ফাইল আপলোড করে সংরক্ষণ এবং শেয়ার করতে পারবেন। ড্রাইভে এক্সেল শিট, ডক ফাইল তৈরি করে প্রয়োজন মতো হিসাবপত্র রাখতে এবং যেকোনো জায়গা থেকে ব্যবহার করতে পারেন।

গুগল ট্রান্সলেটর

অনেক সময় ভিন্ন ভাষার শব্দগুলো দুর্বোধ্য মনে হলে কিংবা সে ভাষা জানা না থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে অনুবাদের প্রয়োজন হলে যে কারও ব্যবহারের জন্য অনলাইন এই অনুবাদ পদ্ধতি। গুগলের এ অনুবাদ পদ্ধতিতে বর্তমানে ১০৩ ভাষায় অনুবাদের সুবিধা পাওয়া যায়। https://translate.google.com/

গুগল সাইট

জিমেইল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে আপনি ইচ্ছে করলে http://sites.google.com/ ঠিকানা থেকে গুগল সাইট তৈরি করতে পারবেন। গুগল ড্রাইভে ১৫ জিবি ফাইল বিনামূল্যে রাখা যায় এবং গুগল সাইটে ঠিক ততটুকু পর্যন্ত ফাইল আপলোড করতে পারবেন। এটি ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য গুগলের একটি ফ্রি প্ল্যাটফর্ম, যেটা অনেকটা ওয়ার্ডপ্রেসের মতো, সাব-ডোমেইন আকারে সার্চ ইঞ্জিনে আপনার দেয়া নামসহ প্রদর্শিত হবে।

গুগল ড্রয়িং

গুগল ড্রাইভের মাঝেই এটি আরেকটি পরিষেবা। ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যারটির মাধ্যমে চার্ট, ইনফোগ্রাফ এবং ছবি রিডিজাইন ও আঁকতে পারবেন। একই সময়ে একাধিক ব্যবহারকারী ড্রয়িং করতে পারেন, তারা নিজেদের মাঝে ইচ্ছে করলে চ্যাটও করতে পারেন। নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আপনার আঁকা শেয়ার করতে পারেন।

গুগল ফর্ম

https://docs.google.com/forms ওয়েব ঠিকানা থেকে জিমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে কোনো ইভেন্ট কিংবা প্রোগ্রামের জন্য রেজিস্ট্রেশন অথবা কুইজ ফর্ম তৈরি করতে পারবেন।

গুগল মাই বিজনেস

উদ্যোক্তাদের জন্য বিনামূল্যে অনলাইনে তাদের ব্যবসায়ের উপস্থিতি নিয়ে গুগলের পরিষেবা Google My Business Page| কোম্পানির নামে একটি জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলে তার মাধ্যমে আপনার প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যবসায়িক উপস্থিতি https://www.google.com/business/ ঠিকানা থেকে খুলতে পারবেন। সেখানে প্রতিষ্ঠানের অফিসের ঠিকানা, ফোন নম্বর, ব্যবসায় কী ধরনের, কত সময় কার্যক্রম হয় প্রতিষ্ঠানের এ রকম যাবতীয় তথ্য দিয়ে গুগলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। এতে গুগলে ম্যাপিংয়ের কাজও হয়ে যায়, মানুষ আপনার ঠিকানা সহজে খুঁজে পায়। এতে আপনার প্রতিষ্ঠানের লোকাল এসইও, অনলাইনে প্রতিষ্ঠানের লিস্টিং এবং ব্র্যান্ডিং যেমন হবে তেমনি কাস্টমার আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট

আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্টনির্ভর ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভিস। ভয়েসের ওপর নির্ভর করে কোনো তথ্য সার্চ এবং ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে সে কাজ অনলাইনে সম্পন্ন করা। গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেবা পেতে অবশ্যই ব্যবহারকারী যে ডিভাইস ব্যবহার করবেন তা ভয়েস আক্টিভেটেড হতে হবে। গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের মাধ্যমে আপনি কাউকে ফোন কল দিতে পারবেন। ২০১৬ সালে গুগল এই সার্ভিস শুরু করে।

গুগল ভয়েস

গুগলের একটি অনলাইনভিত্তিক টেলিফোন সার্ভিস, যা দিয়ে ভয়েস মেইল, টেক্সট মেসেজিং এবং ভয়েস সার্ভিস ব্যবহার করে ফোন কল রিসিভ এবং গ্রহণ করতে পারবেন। এটি ইউএসের একটি ফোন নম্বর ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুযায়ী এলাকার কোড অনুযায়ী দেয়।

অ্যাপশিট

ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন টেস্টিংয়ের একটি সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম। গুগল ড্রাইভ, ড্রপবক্সের মতো ক্লাউডভিত্তিক ডাটাবেজ প্ল্যাটফর্ম সংরক্ষিত ডাটা নিয়ে অ্যাপে ডাটা কেমন কাজ করছে তার রিপোর্ট নেয়া যায়। ২০২০ সালে গুগল অ্যাপশিট প্রতিষ্ঠানটি কিনে নেয়।

গুগল কন্টাক্ট

গুগল জিমেইলের একটি ফ্রি ম্যানেজমেন্ট টুল। https://contacts.google.com/ থেকে আপনার সাথে যাদের যোগাযোগ আছে তাদের ফোন নম্বর, ইমেইল অ্যাড্রেস এবং তাদের সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে পারবেন।

গুগল কিপ

জাভা প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে ২০১৩ সালে গুগল দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে নোট নেয়ার জন্য ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপভিত্তিক এই সার্ভিস চালু করে। গুগল ড্রাইভে ছবি, টেক্সটসহ সব তথ্য সংরক্ষণ থাকায় যেকোনো ডিভাইস থেকে ওয়েবের মাধ্যমে পরবর্তী সময় তাতে প্রবেশ করা যায়।

গুগল ডুয়ো

২০১৬ সালে গুগল ভিডিও এবং অডিও কলের জন্য অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস অপারেটিং সিস্টেমের উপযোগী করে মোবাইল অ্যাপটি পাবলিশ করে। এটি WhatsAppGes স্কাইপির মতো। এজন্য আপনাকে Google Duo ইনস্টল করে ইমেইল অ্যাড্রেস এবং ফোন নম্বর দিয়ে ভেরিফাই করতে হবে।

গুগল ডিজিটাল গ্যারেজ

যদি অনলাইন কোর্স করতে চান গুগলের, তাহলে https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage সাইটে গিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি, ডাটা, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের ওপর ১২৬টি কোর্স আপনি করতে পারেন।

গুগল পে

শুধু ইউএস এবং ব্রিটেনে গুগলের ডিজিটাল ওয়ালেট প্ল্যাটফর্মটি কাজ করে। গুগল পে অ্যাপ ইনস্টল করে ব্যাংক অথবা ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান না করে অর্থ গ্রহণ-প্রেরণ করা সম্ভব। https://pay.google.com/

হ্যাংআউট

গুগলের যোগাযোগ স্থাপনকারী মোবাইল অ্যাপ পরিষেবা গুগল হ্যাংআউট। এক বা একাধিক বন্ধুর সাথে ভিডিও এবং টেক্সট চ্যাটের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়।

গুগল ক্রমো ব্রাউজার

সার্চ ইঞ্জিন গুগলে কোনো তথ্য খুঁজতে আমরা অনেকেই গুগলের একটি ওয়েব ব্রাউজার ইনস্টল করে সার্চ করি, সেটাই গুগল ক্রমো ব্রাউজার। ২০০৮ সালে গুগল এটি তৈরি করে, দ্রুত সময়ে কোনো কিওয়ার্ড সার্চ করে world wide বিনে প্রবেশ করে তথ্য সহায়তা করে।

গুগল ক্লাউড

২০১৮ সালে ৬.৮ বিলিয়ন ডলারের ক্লাউড ব্যবসায় করে গুগল ক্লাউড। মডিউলার ওয়েব সার্ভার ব্যবহার করে বিজনেস সলিউশন তৈরি করতে পারেন গুগল ক্লাউড সেবা গ্রহণকারীরা IaaS এবং PaaS সেবা নেন। ক্লাউড কমপিউটিংভিত্তিক এ পরিষেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে যেকেউ অর্থের বিনিময়ে তথ্য সংরক্ষণ, নেটওয়ার্কিং, অ্যাপ্লিকেশন, গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। তথ্যের সুরক্ষা এবং ভার্চুয়ালি যেকেউ যেকোনো জায়গা থেকে এটি ব্যবহার করতে পারেন। আমরা যে অনলাইনে বিভিন্ন সাইটে অর্ডার দেই তার সবকিছুতেই ক্লাউড পদ্ধতি তথ্য ব্যবহার হয়।

গুগলের আরও বেশ কিছু পরিষেবা আছে, যেগুলো এখনো উন্নয়নের কাজ চলছে কিংবা অনলাইন ব্যবহারকারীদের কাছে ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি কজ

ফিডব্যাক : nazmulmajumder@gmail.com